দৈনিক ইত্তেফাক ২০

তারিখ 11 MAR 1996
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

অনেক ছাত্র-ছাত্রী এখনও বিনা মূল্যের বই পায় নাই

বিভিন্ন এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা এখনও বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক না পাওয়ায় লেখাপড়া বিঘ্নিত হইতেছে। অপরদিকে কোন কোন এলাকায় বিনামূল্যের পুস্তক বিতরণের সময় অর্থ আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। খবর ইত্তেফাক সংবাদদাতাদের।

মাদারীপুর ঃ নূতন শিক্ষা বর্ষের ২ মাস অতিবাহিত হইয়া গেলেও জেলার অনেক ছাত্র-ছাত্রী পাঠ্যপুস্তক পায় নাই। এইদিকে পুরাতন বই বিতরণ ও সংকটের কারণে শিক্ষকরা বিপাকে পড়িয়াছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, চলতি শিক্ষা বর্ষে মাদারীপুরের ৪টি থানায় বিনা মূল্যে বইয়ের চাহিদা ছিল এক লক্ষ ৬৮ হাজার ৩ শতাধিক। ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বই পাওয়া গিয়াছে এক লক্ষ ২৬ হাজার ৯ শত। ৩১ সহস্রাধিক

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

বই পাওয়া যায় নাই। এই বছর সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ে পুরাতন বই সংগ্রহ করিয়া নূতন বইয়ের সাথে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করার নির্দেশ রহিয়াছে। সংগ্রহকৃত বইয়ের অধিকাংশ ছেঁড়া ও জরাজীর্ণ হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীরা উহা নিতে রাজী হইতেছে না। অপরদিকে সংগ্রহকৃত বইয়ের সংখ্যাও কম। পুরাতন বই লইয়া শিক্ষকরা পড়িয়াছেন বিপাকে। দ্বিতীয় শ্রেণীর গণিত বই পাওয়া না যাওয়ায় বিতরণ করা যায় নাই। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া দারুণভাবে ব্যাহত হইতেছে।

কালিয়াকৈর ঃ কালিয়াকৈর থানার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তকের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ বিতরণ করা হইয়াছে। বিদ্যালয়গুলির দুই-তৃতীয়াংশ ছাত্র এখনও পাঠ্য পুস্তক হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। ফলে ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে পড়াশুনা চালাইয়া যাওয়া কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে।

কাউখালী (পিরোজপুর) ঃ চলতি শিক্ষাবর্ষে থানার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যের বই ১৫ই জানুয়ারীর মধ্যে থানা শিক্ষা অফিসে পৌঁছানোর কথা থাকিলেও এখন পর্যন্ত প্রয়োজনীয় বই পৌঁছায় নাই। বর্তমান শিক্ষা বর্ষে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৫০ ভাগ নূতন বই এবং ৫০ ভাগ পুরাতন বই সংগ্রহ করিয়া নূতন পুরাতন মিলাইয়া ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিতরণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন। এই থানায় সরকারী ৫৩টি, রেজিষ্টার্ড ৮টি এবং বেসরকারী ২টি সর্বমোট ৬৩টি বিদ্যালয় রহিয়াছে। ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হইতে পুরাতন বই সংগ্রহ করার জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নির্দেশ প্রদান করায় তাহারা বই সংগ্রহ শুরু করিয়াছেন। বহু শিক্ষক-শিক্ষিকা জানান, সংগৃহীত বইগুলির বেহাল অবস্থার দরুন বইগুলি শিশুদের আরও এক বছর ব্যবহারের কোন উপায় নাই। অধিকাংশ বই ছেঁড়া, ভেতরের পাতা উধাও হইয়া গিয়াছে। কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পালন করিতে গিয়া শিক্ষক-শিক্ষিকারা বেকায়দায় পড়িয়াছেন।

পাবনা ঃ চাটমোহর থানার বিভিন্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনা মূল্যের বই বিতরণকালে ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হইতে টাকা আদায় করা হইতেছে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। অভিযোগে প্রকাশ, থানার শালিখা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ কয়েকটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকরা বই দেওয়ার সময় ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট হইতে ঢালাওভাবে ৫ টাকা করিয়া আদায় করিতেছেন। যাহারা টাকা দিতে ব্যর্থ হইতেছে তাহাদের বই দেওয়া হইতেছে না। এ ব্যাপারে থানা শিক্ষা কর্মকর্তার সহিত যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তিনি অফিসে না থাকায় যোগাযোগ [illegible] নাই।